সমকাল

তারিখ ... 1 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ১ ...

শনিবার রাজধানীর রমনা থানায় গ্রেফতার ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ■ সমকাল

আগেও দুই ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে ছাত্রলীগের সেই নেতাকর্মীরা

সংগঠন থেকে বহিষ্কার, কারাগারে প্রেরণ

■ সমকাল প্রতিবেদক/বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ফ্লেক্সিলোড ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার ছাত্রলীগের চার নেতাকর্মী এর আগেও ছিনতাই-চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধকর্মে জড়িত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ও শাহবাগ থানা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এমন তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নেত্রকোনার এক ব্যবসায়ীকে অপহরণের পর সূর্য সেন হলে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায়ের অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। 'ভয়ে' তাদের বিরুদ্ধে কেউ থানায় অভিযোগ করেন না বলেও জানায় পুলিশ। অপহরণের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গতকাল শনিবার গ্রেফতার ব্যবসায়ী আরফান পাটোয়ারীকে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

আগেও দুই ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

অন্য পাঁচজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ব্যবসায়ী ফরহাদ ইসলাম আদালতে অপহরণের বিবরণ দিয়েছেন।

এদিকে গ্রেফতার চারজনকে গতকাল 'দলের সকল স্তর থেকে বহিষ্কার' করেছে ছাত্রলীগ। তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বহিষ্কার করা হবে বলে আভাস দিয়েছেন ঢাবি প্রক্টর এএম আমজাদ।

অন্যদিকে অপহরণের ঘটনায় ছাত্রলীগের চার নেতাকর্মীসহ পাঁচ শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হলেও তাদের মামলায় আসামি করা হয়নি। শুক্রবার রাতে শাহবাগ থানায় দায়ের করা মামলায় শুধু ব্যবসায়ী আরফান পাটোয়ারীর নাম উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া অপহরণে জড়িত অন্যদের 'অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফরহাদ ইসলামকে বৃহস্পতিবার রাতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে অপহরণ করেন ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী। পরে তাকে ঢাবির জগন্নাথ হলের গোবিন্দ চন্দ্র দেব ভবনের ১৭ নম্বর কক্ষে ১৬ ঘণ্টা আটকে রেখে নির্যাতন চালানো হয়। এরপর শুক্রবার মুক্তিপণের টাকা নিতে গিয়ে দুই দফায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ছাত্রলীগের চার নেতাকর্মীসহ ছয়জন। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-ক্রীড়া সম্পাদক সৃজন ঘোষ সঞ্জীব, জগন্নাথ হল কমিটির সহসভাপতি অনুপম চন্দ্র, মুহসীন হল কমিটির ছাত্রবৃত্তি-বিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন, ছাত্রলীগের কর্মী হিমেল, ঢাকা কলেজের ছাত্র বাপ্পী ও অপহরণে সহায়তাকারী ব্যবসায়ী আরফান পাটোয়ারী।

অপহরণ-ছিনতাই-চাঁদাবাজিতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মী : গ্রেফতারের পর সমকালের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে ছাত্রলীগের চার নেতাকর্মীর অপকর্মের আরও কিছু তথ্য। ছাত্রলীগের ঢাবি শাখার সহসভাপতি ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদমর্যাদার দু'জন নেতা সমকালকে জানান, কয়েক মাস আগে সৃজন ঘোষের নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকর্মী নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করেন। তাকে গুলিস্তানের জিরো পয়েন্ট এলাকা থেকে তুলে এনে সূর্য সেন হলের ৩৬৪ নম্বর কক্ষে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। এরপর এক লাখ ৬২ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পান ওই ব্যবসায়ী। সূর্য সেন হলের ৩৬৪ নম্বর কক্ষের বাসিন্দা ঢাবি শাখা ছাত্রলীগের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক লালন দাবি করেন, তার কক্ষে এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। নেত্রকোনার এক ব্যবসায়ীকে ঢাবির জিমনেশিয়াম মাঠে রাতভর আটকে রেখে সকালে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ছাত্রলীগ নয়, ছাত্রদলের কর্মী আল-আমিন জড়িত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রলীগ সূত্রে আরও জানা গেছে, আড়াই মাস আগে নীলক্ষেত এলাকা থেকে এক ব্যবসায়ীকে ধরে এনে মুহসীন হলে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গ্রেফতারকৃত শেখ আবদুল্লাহ আল মামুন ও হিমেল। বাকবিতণ্ডার জের ধরে তাকে তুলে আনা হয়। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে মুক্তিপণ নেওয়া হয়েছিল কি-না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ বিষয়ে রাজ্জাক বলেন, সংগঠনের ছোট ভাইয়েরা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছিল বলে তিনি শুনেছেন।

এ ছাড়া ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্তরা জড়িত বলে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায় অপকর্মের জন্য পুলিশের ব্ল্যাকলিস্টেও রয়েছে তাদের নাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর বিভিন্ন অপকর্মে অভিযুক্তদের জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি শুক্রবার রাতে শাহবাগ থানায় সাংবাদিকদের বলেন, মামুন ও হিমেলের বিরুদ্ধে এর আগেও বিভিন্ন মৌখিক অভিযোগ এসেছিল। লিখিত কোনো অভিযোগ না থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি।

শাহবাগ থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম সমকালকে বলেন, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ঢাবি ছাত্র আবদুল্লাহ আল মামুন ও হিমেলের বিরুদ্ধে অপরাধকর্মে জড়িত থাকার প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। ঢাবি ও আশপাশের এলাকায় বেশ কিছু ছিনতাই ও চাঁদাবাজির ঘটনায় তারা জড়িত। এমনকি সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বা টিএসসি এলাকায় বেড়াতে যাওয়া প্রেমিক জুটির কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগও রয়েছে। ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে কেউ থানায় মামলা বা জিডি করেনি। এদিকে অপহরণের ঘটনায় শাহবাগ থানায় একটি মামলা করেছেন উদ্ধার হওয়া ব্যবসায়ী ফরহাদ ইসলামের বাবা তাজুল ইসলাম। ওই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক শিমুল কুমার মোহন্ত সমকালকে বলেন, ঘটনা আড়াল করতে পাওনা টাকা আদায়ের কথা বলছেন অভিযুক্তরা। টাকা আদায়ের জন্য হলেও কাউকে অপহরণ করে আটকে রাখা ও মুক্তিপণ দাবি গুরুতর অপরাধ। প্রাথমিক তদন্তে অভিযুক্তদের অপহরণে জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে। ফরহাদ ইসলামকে মারধর করা ছাড়াও জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে শরীরে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে। তার বাবা ও বোনকে ফোন করে অপহরণের বিষয় জানিয়ে পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণও চাওয়া হয়।

চারজনকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার, ঢাবি থেকে বহিষ্কারের প্রস্তুতি : অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত চার ছাত্রলীগ নেতাকর্মী সঞ্জীব, অনুপম, মামুন ও হিমেলকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। 'সংগঠন ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে গতকাল সংগঠনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের বহিষ্কারের প্রস্তুতি চলছে।

ঢাবি প্রক্টর এএম আমজাদ সমকালকে বলেন, এ ধরনের অপরাধে গ্রেফতারকৃতদের সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অনুমতি। উপাচার্য গতকাল যুক্তরাষ্ট্র থেকে রওনা হয়েছেন। তিনি দেশে ফিরলে আজ বহিষ্কার ও তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

তিন দিনের রিমান্ডে আরফান, বাকিরা কারাগারে : আদালত প্রতিবেদক জানান, গ্রেফতারকৃত ছয়জনকে গতকাল মহানগর হাকিম স্নিগ্ধা রানীর আদালতে হাজির করেন শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক শিমুল কুমার মোহন্ত। তাদের মধ্যে আরফান পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড চাওয়া হলে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। অন্য পাঁচজনকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়নি। তাদের পক্ষে জামিন আবেদন করা হলে আদালত তা নাকচ করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।